দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 0 8 2006 ...
পৃঃ ৩ কলাম ৪......

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তির নেটওয়ার্ক

১১ শিক্ষার্থী চিহ্নিত ● ছাত্র-শিক্ষক মহলে তোলপাড় ● তদন্ত কমিটি গঠন

॥ সাহাবুল হক ॥

দীর্ঘদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ভুয়া ভর্তির নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়া গেছে। এবার ভুয়া ভর্তির বৈতরণী পার হতে গিয়ে ধরা পড়েছে লোক প্রশাসন বিভাগের ১১ শিক্ষার্থী। বিষয়টি নিয়ে ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক মহলে ব্যাপক তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভুয়া ভর্তির ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ভুয়া ভর্তি হওয়া ১১ শিক্ষার্থীর সকলেই লোক প্রশাসন প্রথম বর্ষের ছাত্র। ২০০৫ সালে তারা এ বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা হলো (১) সজিবুল ইসলাম, শ্রেণী রোল ১৬৬, পরীক্ষা রোল ৩১৪০, (২) আবুল কালাম আজাদ মিয়া, শ্রেণী রোল ১৬৮, পরীক্ষা রোল ৩১৬৮, (৩) ইসাবিলা আসিয়ানা, শ্রেণী রোল ১৬৭, পরীক্ষা রোল ৩২২৬, (৪) জিনিয়া ইয়াসমীন. শ্রেণী রোল ১৭০, পরীক্ষা রোল ৩২৪৩, (৫) মিতুয়া মোদক, শ্রেণী রোল ১৬৪, পরীক্ষা রোল ৩২৪৫, (৬) মোফলিয়া মাসনুন, শ্রেণী রোল ১৬৫, পরীক্ষা রোল ৩২৬১, (৭) আলী আফজাল, শ্রেণী রোল ২৬৪, পরীক্ষা রোল ৩২৬৫, (৮) মেরী তাজ মেরিনা, শ্রেণী রোল ১৭৩, পরীক্ষা রোল ৩২৬৬, (৯) এস এম হাসনাত জামান, শ্রেণী রোল ২৬২, পরীক্ষা রোল ৩২৬৭, (১০) মোস্তাক আহমেদ সোহেল, শ্রেণী রোল ১৭২, পরীক্ষা রোল ৩২৬৮, (১১) ওমর ফারুক, শ্রেণী রোল ২৬৩, পরীক্ষা রোল ৩২৬৯।

গত এপ্রিল-মে মাসে লোক প্রশাসন বিভাগের প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা হয়। জুলাই মাসে টেবুলেশন শুরু হয়। এ সময় পরীক্ষা কমিটি দেখতে পায় ১১ জন শিক্ষার্থী কোন টিউটোরিয়াল জমা দেয়নি। ফলে পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ড. ফেরদৌস জাহান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহকে বিষয়টি অবহিত করলে বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভায় আলোচনাক্রমে শিক্ষার্থীদের গড় অনুপাত নম্বর প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত বিভাগ থেকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসে পাঠালে দেখা যায়, উক্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তির কোন কাগজপত্র সেখানে নেই। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য গত ১১ সেপ্টেম্বর লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যানের নিকট পাঠানো হয়। ইতিপূর্বে পরীক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ভুয়া ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তাদের সাথে দেখা করার নির্দেশ দিলে কেউ তাতে এগিয়ে আসেনি। এতে বিভাগের শিক্ষকদের মনে ব্যাপক সন্দেহের সৃষ্টি করে। এদিকে গত রবিবার লোক প্রশাসন বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভায় বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক প্রফেসর মোহাব্বত খানকে প্রধান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত শিক্ষার্থীদের ভুয়া ভর্তি সম্পর্কে জানা যায়, তারা প্রত্যেকেই একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাগজপত্র জাল করে ভর্তি হয়েছে। প্রত্যেকেই দুই লাখ থেকে (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)